[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহ পৌরসভায় দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ

আসন্ন রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহ পৌরমেয়রের আমন্ত্রণে দুই তুরস্ক নাগরিকের উদ্যোগে ৬ হাজার হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ ও বিপুল পরিমান নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের গিলাবাড়িয়া গ্রামে কিংশুক ইট ভাটায় ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল এই ত্রাণ বিতরণ উদ্বোধন ঘোষণা করেণ।

এসময় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ত্রাণ বিতরণ করেণ তুরস্কের নাগরিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তাহসিন ইয়াজান এবং ফাতিইলমালী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তবিবুর রহমান লাবু ও পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় অতিথিবৃন্দ বলেন, পৌরসভার মেয়রের আহবানে আমরা এদেশে এসেছি, বাংলদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র আমরা তার ডাকে সাড়াদিয়ে ঝিনাইদহের দরিদ্র মানুষের মাঝে কিছুটা সহায়তার হাত বাড়িয়েছি। আমাদের এই সহযোগীতার হাত অব্যাহত থাকবে বলেও আশাকরছি। এবিষয়ে ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল বলেন তুরস্কের নাগরিক তাহসিন ইয়াজান এবং ফাতিইলমালী হলেন আমাদের ব্যবসায়িক বন্ধু আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছেন এবং তারা নিজেরা উদ্যোগি হয়ে ঝিনাইদহে ৬ হাজার মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের পারিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারো পবিত্র রমজান উপলক্ষে ৪০ থেকে ৪৫ হাজার মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হবে।

তাছাড়া পৌরসভা থেকে যা করা যায় সেটাতো অবশ্যই থাকবে, সব মিলে ঝিনাইদহের ৫০ থেকে ৫৫হাজার মানুষ এই ত্রাণের সুবিধা ভোগ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেণ।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দালালের খপ্পরে পড়ে যুবক তাহাজুল সৌদি আরবে নিখোঁজ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ভিটেবাড়ি বন্ধক রেখে ছেলেকে পাঠান সৌদি আরব, তাহাজুল ইসলাম বিদেশে পৌঁছানোর পর বুঝতে পারেন প্রতারকের খপ্পরে পড়েছেন দরিদ্র দিনমজুর জিন্নাত আলী। বসতঘরটিও হারিয়ে ঠাঁই তখন গোয়াল ঘরে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা নুরিতলা পাড়া’র জিন্নাত আলী প্রতারকের খপ্পরে পড়ে ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। পীরপুরকুল্লা গ্রামের হানু আলীর ছেলে আদম ব্যাপারী দালাল রফিকুল ইসলাম এর সঙ্গে ৫ লাখ ৮০, হাজার টাকায় চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা জোগাড় করতে বন্দক রাখেন জমি। ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা তুলে দেন আদম ব্যাপারী দালাল রফিকুল ইসলাম হাতে গত (২১এপ্রিল) ২০২২ তারিখে তাহাজুল ইসলামকে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয়। সৌদি আরবে যাওয়ার পরে এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন সময় পরিবারের সাথে তাহাজুল ইসলাম এর কথা হয়। তার পর থেকে কোনো খোঁজ নেই। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকবার সালিশী বৈঠকেও মেলেনি সমাধান জানান ভুক্তভোগী বাবা জিন্নাত আলী।

তাহাজুল ইসলামের স্ত্রী মাবিয়া খাতুন বুঝতে পারার পর প্রতারণার ঘটনাটি জানানো হয় গ্রামের মুরুব্বীদের। তবে সালিশী বৈঠকেও মিললো না সমাধান। উল্টো দালালের পক্ষ থেকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছিল পরিবারটিকে। নিখোঁজ স্বামী ও টাকা ফিরে পেতে অবশেষে বিজ্ঞ আদালতে মামলা ও থানায় জিডি নং ৭২। ও বিষয়টি মৌখিকভাবে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাসকে অবগত করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী পরিবার।

বর্তমানে পরিবারটি সর্বস্বান্ত বিষয়টির প্রতি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সু-দৃষ্টি কামনা করেছে বিপদগ্রস্ত তাহাজুলের পরিবার। তাহাজুল ইসলামের পিতা জিন্নাত আলী জানান, দালালচক্র যে কোম্পানীর মাধ্যমে আমার ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে ওখানে সে কোম্পানীর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়; জাল

ভিসার কারণে আকামা লাগানো যাচ্ছে না বলে আমার ছেলে আমাকে বলেছিলো, তার পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবত আমার ছেলের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারছি না একমাত্র আল্লাহ জানে আমার ছেলে বেঁচে আছে কিনা মরে গেছে।

এসব দালালদের খপ্পরে পড়ে আমার ছেলের মতো এলাকার অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে । এসব দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আমার ছেলের মতো অনেকেই প্রতারিত হয়ে সর্বস্ব হারাবে। রফিকুল ইসলামের মতো দালালদের মুখোশ উন্মোচন হওয়া দরকার। যাতে করে আমার ছেলের মতো আর কেউ প্রতারণার শিকার না হয়।

তবে অভিযুক্ত রফিকুল ইসলামের মুঠোফোনে বারবার ফোন দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন মেহেরপুরের মেয়ে ড. সামিরা সুলতানা

আমেরিকার তিন্নীসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মলিকুলার জেনিটিকস বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেছেন মেহেরপুরের মেয়ে ড. সামিরা সুলতানা।

ড. সামিরা সুলতানা মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মো: শহিদুল ইসলামের মেয়ে। গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা ড. সামিরা সুলতানা যাদুখালি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পাশ করেন।

এরপর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া শেষ করে চলে যান আমেরিকাতে। আমেরিকার তিন্নীসি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করে জেলাবাসিকে গর্বিত করেছেন এই কৃতি শিক্ষার্থী। ড. সামিরা সুলতানার পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করায় মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার তার সাফল্য কামনা করেছে।

কানাডা প্রবাসি গাংনীর ড. আবু আফফান কানাডায় ইন্তেকাল

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী কানাডা প্রবাসি গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের ড. আবু আফফান কানাডায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না-রাজিউন)।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ৭টার দিকে কানাডার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
ড.আবু আফফান গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের হাইস্কুলপাড়া এলাকার ডাক্তার আয়ুব হোসেনের ছেলে। তিনি কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ছিলেন।

ড.আবু আফফানের বন্ধু মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ড. আবু আফফান করমদী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাশ করে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হয়। সেখান থেকে এইসএসসি পাশ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও এমএসসি রসায়নে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। পরে তিনি মালেশিয়ান একটি বিশ্বসবিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেন। এরপর চলে যান কানাডাতে। সেখানেও তিনি নতুন করে পিএইচডি করেন।

সেখানেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিজেকে কর্মজীবনে যোগ দেন। ড.আবু আফফান এক ছেলে ও এক মেয়ের পিতা। ছেলে কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও মেয়ে দশম শ্রেনীর ছাত্রী। তার মা করমদীতে বাস করেন। পারিবারিকভাবে জানা গেছে ড. আবু আফফানকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হবে।

প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে উধাও তিন সন্তানের জনক

তিন পরিবারকে পথে বসিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে শিশু বাচ্ছাসহ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন। ভ’ক্তভোগী ওই তিনটি পরিবার এখন অভিযুক্ত কালু হোসেনের বিচার দাবীতে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে।

জানা গেছে, করমদী গ্রামের নজিমুদ্দীনের ছেলে কালু হোসেনে প্রায় ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তি কল্যাণপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার লাইলী খাতুনের সাথে বিয়ে করে। বিয়ের পর শশুরের দেওয়া জমিতেই ঘর বানিয়ে থেকে যান কালু হোসেন। তার ২ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো ছোট মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন একই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহিদুল ইসলামের স্ত্রী এক সন্তানের জননী শুকিলা খাতুন (২৮) এর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। চলতি মাসের ১২ তারিখে তারা অজানার উদ্যেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

শুকিলা খাতুনের ভাসুর নাজিমুদ্দীন বলেন, আমার ভাই রহিদুল কাতারে রয়েছেন। সেখান থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, টাকা ও স্বর্ণালংকার আমাদের কাছে বিষয় নয়, ৪ বছর ২ মাস বয়সী ভাইস্তি মুস্তাকিমকে তারা হত্যা করতে পারে।

আমার প্রবাসী ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছি। মামলার পরে সে মোবাইল ফোনে আমাকে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে তাদের কাছে থাকা ভাইস্তি মুস্তাকিমকে হত্যা করবে বলেও হুমকী দিচ্ছে।

এদিকে কালু হোসেনের স্ত্রী লাইলী খাতুনও তার স্বামী ও পরোকীয়া শুকিলা খাতুনের নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। লাইলী খাতুন বলেন, আমার স্বামী প্রায় ২ বছরে ধরে প্রবাসীর স্ত্রী শুকিলা খাতুনের সাথে পরোকীয়া করে আসছে। এই দুই বছরে সে আমাকে শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে আসছে। আমার মায়ের নামে সে ২ লাখ টাকা এনজিও’র কাছ থেকে তুলে নিয়ে আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি আমার ভাইয়ের বোঝা হয়ে আছি। এনজিওর লোকজন আমার বাড়িতে আসছে টাকা

নিতে।

তিনি বলেন, শুধু বাবার এই অপকর্মের কারণে, এখন জামায় আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। ছোট একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছি। তিনি বলেন আমার স্বামী কালু হোসেন ও তার পরোকীয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।

এদিকে শুকিলা খাতুনের দিন মজুর পিতা গোলাম হোসেন বলেন, আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার স্বামী এখন বিদেশ আছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার কাছ থেকে সমিতি থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে সে। আমি অভিযুক্ত কালু হোসেনের নামে থানায় মামলা করেছি। আমার মেয়ের সংসার ভাঙার জন্য কালু হোসেনের উপযুক্ত বিচার দাবী করছি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক। ছোট শিশুটি তাদের কাছে রয়েছে। কালু হোসেনেরও তিনটি সন্তান রয়েছে। আমরা স্থানীয়ভাবে তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। তাদের পেলে বিষয়টি নিয়ে বসে একটা সমাধানে আসা হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

সৌদিতে প্রবাসী গাংনীর কামরুজ্জামানের মৃত্যু

সংসারের সুখসাচ্ছন্দ ও নিজের ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে যৌবন বয়সে সৌদি আরবে গিয়েছিলেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কামরুজ্জামান। ২২ বছরের প্রবাস জীবনে কামরুজ্জামান তার সংসারের সুখ ফেরাতে পারলেও নিজেকে ফেরাতে পারলেন না বাসভূমিতে।

বুধবার সন্ধ্যার দিকে সৌদি আরবের তায়েফের কিং আবদুল্লাহ্

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামানের স্ত্রী রিনা খাতুন এতথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ৬ মাস আগে বাড়িতে এসেছিলেন তিনি। আবারও প্রবাসে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে ফিরে আসার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু হার্টে সমস্যা দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি হন। গত শনিবার ওই হাসপাতালে তার হার্টে রিং পরানো হয়। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল। হাসপাতাল থেকে বাসাতে নেওয়ার পথে মারা যান তিনি।

কামরুজ্জামান গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের হাজী আব্দুল মান্নানের বড় ছেলে।

সৌদির আইন কানুন অনুযায়ী সব প্রক্রিয়া শেষ করে দেশে আনা হবে কামরুলের মরদেহ।

সৌদিতে সড়ক দুর্ঘটনায় গাংনীর ভবানীপুরের আলম হোসেন নিহত

সৌদি আরবের সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলেন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আলম হোসেন (৩৫)।

আলম হোসেন ভাবনীপুর গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকার ইদু মিয়ার ছেলে।

আজ সোমবার (৩ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় দুপুরের দিকে সৌদি আরবের রিয়াদ শহরের আজিজিয়া সড়কে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত হন তিনি।

পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে স্থানীয় ভবানীপুর ওয়ার্ড মেম্বর রেজাউল হক জানান, আলম হোসেন মোটরাসাইকেল যোগে রিয়াদ শহরের একটি হোটেলে খাবার আনতে যাচ্ছিলেন। এসময় পেছন থেকে একটি প্রাইভেট কার ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যান এই রেমিটেন্স যোদ্ধা।

২ সন্তানের জনক আলম হোসেন পরিবারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে প্রায় ১৮ বছর আগে সৌদি আরবে যান। তার এক মাত্র ছেলে সৌদি আরবে রয়েছেন।

এছাড়া মেয়ের বিয়ে হয়েছে।

পারিবারিকভাবে জানান, সৌদি আরবের আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে দেশে আনার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

কোটচাঁদপুর আতিয়ারের পরিবারে হাঁসি ফিরলো

ভ্যান পেয়ে হাসি ফিরেছে আতিয়ার রহমানের পরিবারে। যা সম্ভব হয়েছে এক বিদেশ প্রবাসীর আর্থিক সহযোগিতায়। বুধবার সন্ধ্যা রাতে ওই প্রবাসীর পক্ষে ভ্যানটি, তাঁর হাতে তুলে দেন প্রথম আলোর ঝিনাইদহ প্রতিনিধি আজাদ রহমান।

জানা যায়,গেল ১ সেপ্টেম্বর রাতে ছিনতাইকারীরা আতিয়ার রহমানের ভ্যানটি ছিনিয়ে নেন। ঘটনাটি ঘটেছিল কোটচাঁদপুরের ঘাঘা- জালালপুর মাঠের রাস্তায়। তাঁর হা-পা চোখ বেধে রেখে ভ্যানটি নিয়ে যায় তারা। বিষয়টি নিয়ে সে কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ ও করেন ২ তারিখে। তবে আজ পর্যন্ত ভ্যানটির কোন হদিস পাননি পুলিশ।

এদিকে ভ্যান হারিয়ে আয় রোজগার বন্ধ আতিয়ারের। ওই ভ্যানটি ছিল তাঁর আয় রোজগারের একমাত্র অবলম্বন। ভ্যান চালিয়ে যা আয় হত তা দিয়ে চলত দুই প্রতিবন্ধী ছেলে -মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। ভ্যান হারানোর পর কোন রান্না হত তাঁর সংসারে। তাই কয়েকদিন ধরে পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে এনে মুখের অন্ন জোটাচ্ছে প্রতিবন্দী ছেলে-মেয়ের আতিয়ার ।

বিষয়টি নিয়ে ওই সময় কয়েকটি পত্রিকা ও অনলাইনে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এটা দৃষ্টি গোচর প্রথম আলোর ঝিনাইদহ প্রতিনিধি আজাদ রহমানের।তিনি বিষয়টি আলোচনা করেন এক প্রবাসীর সঙ্গ। তিনি এ ভ্যানটি কিনে দিতে সম্মত হন। গত বুধবার সন্ধ্যা রাতে ভ্যানটি তুলে দেয়া হয় আতিয়ার রহমানের হাতে। আর এ ভ্যানটি ওই প্রবাসী পক্ষে তাঁর হাতে তুলে দেন,প্রথম আলোর ঝিনাইদহ প্রতিনিধি আজাদ রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মী সুব্রত

কুমার,মঈন উদ্দিন ও আকিমুল ইসলাম সাজু।

ভ্যান পাওয়ার পর আতিয়ার রহমান বলেন,ছিনতাই হওয়া ভ্যানটি ফিরে না পেলেও আপনাদের মাধ্যমে যে ভ্যানটি পেয়েছি, সেটা পেয়ে আমি খুশি। আমি আবার আয় রোজগার করে আমার প্রতিবন্দী দুটি বাচ্চার মুখের আহার জোগাতে পারবো।

গাংনীতে প্রবাস ফেরত মঈনুদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জণ

মেহেরপুরের গাংনীর হেমায়েতপুরে প্রবাস ফেরত মঈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহষ্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। মঈনুদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জণ। স্ত্রী জুলেখা বলছেন স্বামী মঈনুদ্দীন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। তবে মঈনুদ্দীনের বোন ও মামাসহ প্রতিবেশিরা দাবী করেছেন, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে আটটার দিকে হঠাত মঈনুদ্দীনের মৃত্যুর খবর আসে। সে অসুস্থ এমন তথ্য কারো কাছে ছিল না। দুমাস আগে মঈনুদ্দীন মালেশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন।

মঈনুদ্দীনের বোন শিরিনা জানান, তার ভাই ১৫ বছর যাবত মালেশিয়া থাকেন। বছর পাঁচেক আগে বাড়িতে আসার পর একবার পারা খাওয়ানোর ফলে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি না এসে সরাসরি মালেশিয়া চলে যান। এবার বাড়ি এসে স্ত্রীর কারণেই প্রাণ গেল তার। ভাইকে পরিকল্পিতভাবে কেমিক্যাল খাওয়ানোর কারণে মারা গেছে।

এই কথা জানিয়েছেন মঈনুদ্দীনের মামা আব্দুস সাত্তারসহ প্রতিবেশিরা। তারা জানান, জুলেখা তার শাশুড়িকেও বিষ পান করিয়ে

মেরে ফেলে। সেসময় গ্রামের লোকজন বিষয়টি গোপন করায় জুলেখা রক্ষা পায়।

স্থানীয়দের দাবী, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী জুলেখা স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধিসহ কয়েকজনের সাথে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। দেশে ফেরার পর স্বামী তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই মঈনুদ্দীনকে পরিকল্পিতভাবে মেরে ফেলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, মঈনুদ্দীনের বোনসহ অন্যান্যরা অভিযোগ করছেন তাই জটিলতা এড়াতে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।